ইমামতিকে পেশা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল ফ্রান্স
সারে-জমিন

শান্তিনিকেতনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে শিল্পী অবন ঠাকুরের বাড়ি
রূপসী বাংলা

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাঙালির মাতৃভাষা বিরাগ
সম্পাদকীয়

আমেরিকান সেন্টারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দারুণ সাফল্য
সাধারণ

শুভমন গিলের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশকে হারাল ভারত
খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৮ ফাল্গুন ১৪৩১
২২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 51 ■ Daily APONZONE ■ 21 February 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের দর্শন: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: উত্তপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে ‘মৃত্যুকুম্ভ’ বলে মন্তব্য করায় বিজেপির সমালোচনার মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন। কলকাতায় একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের জানুয়ারিতে হাওড়া জেলায় পোলিও আক্রান্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি তুলে ধরেন যে কীভাবে তাঁর নবগঠিত সরকার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সহযোগিতা করেছিল ও পোলিও টিকাকরণের বিরুদ্ধাচারণ মনোভাবকে পরাজিত করেছিল। যার কারণে পরের বছর পশ্চিমবঙ্গকে পোলিও মুক্ত করেছিল। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রতিটি শিশুকে টিকা দিতে হলে আমাদের সবাইকে আস্থায় নিতে হবে। আমি পুরোহিত, ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের কাছে পৌঁছেছি।

তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে এবং সামাজিক দায়িত্বও নিতে বলেছি। তারা আমাকে সমর্থন করেছিলেন এবং এক বছরের মধ্যে আমরা রাজ্যকে পোলিও মুক্ত করেছি। তিনি বলেন, সবাইকে আস্থায় নিলে যে কাজ করা সম্ভব, তা নিয়ে একবারের জন্যও ভাবছেন না কেন? কে বলেছে যে আমি আমার ধর্মকে সম্মান করি না? আমরা প্রত্যেককে এবং সব সংস্কৃতিকে সম্মান করি। ‘ঐক্য ও বৈচিত্র্য’ আমাদের ঐতিহ্য, উৎস, আমাদের দর্শন এবং আমাদের আদর্শ।

উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত মাসে পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যুর কারণে মহাকুম্ভকে ‘মৃত্যুকমন্ড’ বলে অভিহিত করায় বিজেপির চরম সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন।

মাদ্রাসার এসএসকে ও এমএসকে শিক্ষকদের জন্য নয়া নির্দেশিকা

বাড়ল চাকরির বয়স ও বেতন, অবসরে পাবেন ৫ লক্ষ টাকা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আওতায় থাকা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এমএসকে)-এর শিক্ষকদের ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি পেল। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানিয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এমএসকে)-এর শিক্ষকরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে পারবেন পাশাপাশি অবসরের সময় এককালীন ৫ লক্ষ টাকার সুবিধা পাবেন। এই নির্দেশিকা ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।উল্লেখ্য, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আওতায় থাকা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এমএসকে)-এর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি হয় গত জানুয়ারি মাসে, পাশাপাশি অন্য দুই পরিষেবা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি এবং অবসরের সময় এককালীন ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সুবিধা) চালু হয়েছে বছরখানেক আগে থেকেই। তবে সরকারিভাবে একই সাথে স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি কেন জারি হল না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অসন্তোষ সৃষ্টি হয় সংখ্যালঘু মহলে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আওতায় কর্মরত শিক্ষকরা মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বিষয়টি জানান। সাম্প্রতিক সময়ে মাদ্রাসা বিষয়ক ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা আবদুস সাত্তারের কাছেও এবিষয়ে একাধিক দিন দরবার করতে দেখা যায় এমএসকে-এসএসকে শিক্ষকদের। অবশেষে বৃহস্পতিবার নবান্নের নির্দেশিকায় স্বস্তি মিলল সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। নির্দেশিকা জারির পর সন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। সূত্রে খবর, এবার থেকে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আওতায় থাকা এসএসকের এক জন সহায়ক বা সহায়িকা (শিক্ষক) বেতন পাবেন ১১,৫৯৩ টাকা। এক জন মুখ্য সহায়ক বা মুখ্য সহায়িকা (প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা) বেতন পাবেন ১১,৯৮৭ টাকা। এমএসকের এক জন সম্প্রসারক বা সম্প্রসারিকা (শিক্ষক বা শিক্ষিকা) বেতন পাবেন ১৫,০৭১ টাকা। মুখ্য সম্প্রসারক বা সম্প্রসারিকা (প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা) বেতন পাবেন ১৬,২৩১ টাকা।

Workflow Based File Tracking System
Government of West Bengal
Finance - Group P2

File No : MD-15011/11/2021-SECTION(MAME)-Dept. of MAME
Subject : Annual Enhancement of Remuneration @3% i.r.o. the employees of all types of MSKs and SSKs (MD/O/2M-85/12 (Pt.)
Department : Minority Affairs & Madrasah Education

Group P2 eOffice File No. : FIN-29011/282/2021-GROUP P2 SEC-Dept. of FIN
In view of specific reply of Admn. Department that there is only one category of Madhyamik Siksha Kendra (MSK)/Sishu Siksha Kendra (SSK) teaching/non-teaching staff and their age to disengagement is 65 years, one time terminal benefit of Rs.5.00 lakh on attaining the age of 65 years may be allowed to those category of staff only.
This will be deemed to have been effective from 01/04/2024.

Sd/-
Deputy Secretary
03.02.2025

Sd/-
Additional Secretary,
03.02.2025

Sd/-
Senior Special Secretary,
07.02.2025

Sd/-
Additional Chief Secretary,
13.02.2025

Sd/-
HMOS(IC)(FD)
18.02.2025

UO NO : Group P2/2024-2025/1106 **UO Date :** 20/02/2025	Sd/- HMOS(IC)(FD) 18/02/2025

To
Minority Affairs and Madrasah Education Department

উল্লেখ্য রাজ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের স্কুলে যাওয়ার জন্য উপযোগী করে তোলা হয় এই এসএসকে এবং এমএসকেতে। সেখানে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পরেই তারা স্কুলে ভর্তি হয়। রাজ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬ হাজার। মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হল দেড় হাজার। মাদ্রাসাতেও রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে। সেগুলির সংখ্যা ৪০০। এখন প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন রাজ্যের এমএসকে এবং এসএসকেতে। ২০১০ সালে তৎকালীন বাম সরকার একটি বিল আনে বিধানসভায়। সেটি পাশও করানো হয়। তাতে বলা হয়, এসএসকে, এমএসকের শিক্ষকদের জন্য আলাদা বোর্ড গঠন করা হবে। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ওই বিলে অনুমতি দেননি। তাই বিলটি আর আইনে পরিণত হয়নি। এই শিক্ষকদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন তাঁদের বেতন বৃদ্ধি পায়নি। নতুন নিয়োগও হয়নি। ২০১৮ সালের শেষ থেকে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। ২০১৯ সালে পঞ্চায়েত দফতর থেকে শিক্ষা দফতরের অধীনে আনা হয় এই এসএসকে এবং এমএসকেগুলিকে। ২০২১ সালে ঘোষণা করা হয় যে, এই শিক্ষকদের ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হবে। এককালীন দেওয়া হবে এই ভাতা। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত তারা শিক্ষাকতা করতে পারবেন। প্রত্যেক বছর ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হবে। সেই মতো এ বছর এই বেতন বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। তবে সেই বিজ্ঞপ্তি ছিল শুধুমাত্র স্কুল শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য। বঞ্চিত হয় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আওতায় থাকা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এমএসকে)-এর শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এবার তাদের জন্যও রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করল। এবার থেকে একই সুবিধা পাবেন তাঁরাও।

অসমের নগাঁও জেলায় হামলার শিকার কংগ্রেস সাংসদ রাকিবুল হুসেন

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার অসমের নগাঁও জেলায় হামলার শিকার হন কংগ্রেস সাংসদ রাকিবুল হুসেন। ঘটনাটি ঘটেছে রূপহিহাটে ধুবড়ির সাংসদ একটি দলীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মোটরবাইক চালাচ্ছিলেন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি ক্রিকেট ব্যাটের মতো জিনিস দিয়ে হুসেনকে আঘাত করলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তারা (পিএসও) তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা আততায়ীদের দ্বারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হন।পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় হুসেন অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নির্দেশেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই হামলা চালিয়েছে কাপুরুষরা।হুসেন আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত এবং তিনি রাজনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন।

তিনি বলেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বিভাগ চালাতে না পারেন বা এসপি ও স্থানীয় থানার ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারেন, তাহলে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, তাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিলে দুর্বৃত্তরা তার ওপর হামলা করার সাহস পেত না। তিনি বলেন, যে তিনি এফআইআর দায়ের করবেন না কারণ এটি অর্থহীন।

তিনি আরও বলেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন এসপি এবং ওসিদের কাছে দায়ের করা এফআইআর কাজ করে না।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

হৃদরোগে মৃত্যু ব্লক তৃণমূল সভাপতির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার ভোররাতে প্রয়াত হলেন জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল চন্দ্র নস্কর। তিনি বহু দিন জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন।স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘকাল জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃনমূল কংগ্রেস তৈরির সময় থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী।দীর্ঘ সময় ধরে তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বুধবার ভোর রাতে বুকের যন্ত্রণা অনুভব করেন তিনি। আর তার পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাসভবনেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে সবুজায়নের লক্ষ্যে বাগনানের মুর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠে মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে গাছের চারা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাল বাঙালপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। গাছ এবং পড়াশুনোর প্রতি ছাত্রদের ভালোবাসা গড়ে তুলতেই এই ভাবনা বলে জানান বাঙ্গালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আশিক রহমান।তবে শুধুমাত্র গাছের চারা বিলি করাই নয়,একই সঙ্গে কীভাবে গাছের যত্ন নিতে হবে তাও ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়েছেন আশিক রহমান। তিনি জানান,গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু। গাছের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হওয়া জরুরি। তবে গাছ পরিচর্যার বিষয়টিও পড়ুয়াদের খেয়াল রাখতে হবে। গাছ পেয়ে খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।ওঝাকে সাবধান করার পাশাপাশি, সচেতন করা হয় পরিবারকেও।

শান্তিনিকেতনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে শিল্পী অবন ঠাকুরের বাড়ি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। যা নিয়ে ক্ষোভ, আক্ষেপ সকলের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় আচার্য ছিলেন। তাঁর ছেলে অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নামানুসারেই শান্তিনিকেতনের ওই জায়গার নাম হয় 'অবনপল্লী'। সেই ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিবিজড়িত 'আবাস' নামক বাড়িটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। জানা গিয়েছে সেখানে নাকি বহুতল নির্মাণ হবে। প্রশ্ন উঠেছে এভাবেই কি কবির স্বাদের শান্তিনিকেতন ঠিকাদার, জমি হাঙরদের দখলে চলে যাবে? জানা গেছে গত দুই দশক ধরে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নতুন কিছু নয়। কখনও ঐতিহ্যবাহী কোপাই নদীর তোর দখল করে নির্মাণ হচ্ছে, কখনও আদিবাসীদের জমি দখল করে গড়ে উঠছে বিলাশবহুল আবাসন, রিসর্ট, রেঁস্তোরা, বহুতল, হোটেল, লজ প্রভৃতি। এই অভিযোগ ভুঁড়ি ভুঁড়ি। আর এই অভিযোগ পেয়েও নির্বিকার প্রশাসন, তারও অভিযোগ বিস্তর। তবে এবার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী তথা লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর শেষে অবনপল্লীতে । উল্লেখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিশ্বভারতীর প্রথম আচার্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪১ সালে কবির মহাপ্রয়াণের পর ১৯৪২ সালে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় আচার্য হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি। তবে শান্তিনিকেতনের মানুষজনের কাছে তিনি 'অবন ঠাকুর' নামেই পরিচিত বেশি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো ভাই গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছেলে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্ত্রী সৌদামিনী ঠাকুরের ছোট ছেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে, কথোপকথন, শিল্পচর্চা প্রভৃতি নিয়ে বহু লেখনী, ইতিহাস রয়েছে।

সকাল থেকে বৃষ্টিপাতে চরম ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আলু চাষিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট! আর এই ঘটনায় চরম ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আলু চাষীরা। ঋণ-ধার করে চাষ করে উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলার কোন সম্ভাবনাই তারা দেখছেন না। এদিন সকালে বৃষ্টির মধ্যেই সোনামুখী ব্লক এলাকার বিভিন্ন কৃষি ক্ষেত্রে ঘুরে দেখা গেল আলুর জমিতে বৃষ্টির জল জমতে শুরু করেছে। তার মধ্যেও ওই জমির জল বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। কিন্তু টানা বৃষ্টির ফলে সে চেষ্টাতেও সফল হওয়া অসম্ভব। ওই এলাকার কৃষকরা জানান, চাষাবাদ করে সারা বছর জমানো টাকা তারা আলু চাষেই বিনিয়োগ করেন, সঙ্গে ঋণ-ধার তো আছেই। মূলত উৎপাদিত আলু বিক্রি করেই তাদের সংসার সহ অন্যান্য খরচ চলে। কিন্তু অকাল বৃষ্টিতে সব আশাই শেষ। এখন আর আলু ঘরে তোলার পরিস্থিতি থাকবেন না। এই অবস্থায় কি করে ঋণ-ধার শোধ হবে, বছরভর সংসারই বা চলবে কি করে সে চিন্তাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

গর্ভবতীকে সাবসেন্টার থেকে কোন পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগ এবার ময়নাগুড়িতে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: এক গর্ভবতী মা'কে সাবসেন্টার থেকে প্রথম থেকেই দিল না কোন পরিষেবা! পালটা এক প্রকার হুমকি ও মিথ্যে ভয় দেখানোর অভিযোগ স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর পদমতী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত খট্টিমারি সাব সেন্টার এলাকায়। গর্ভবতী মায়ের অভিযোগ তিন মাস গর্ভবতী অবস্থায় তার এলাকার দায়িত্বে থাকা আশা দিদি অনিতা রায়কে খবর দিলেও মেলেনি কোন সারা ও আজ অবদি মেলেনি কোন পরিষেবা সাব সেন্টারের পক্ষ থেকে।

এরপর সেই গর্ভবতী মহিলা বাধ্য হয়ে তার বাবার বাড়ি হলদিবাড়ি যায় ও সেই এলাকার সাবসেন্টার থেকে একটি পোলিও কার্ড করে সমস্ত ইনজেকশন এবং সমস্ত পরিষেবা সেখান থেকেই গ্রহণ করে। জানা যায় বর্তমানে সেই মহিলার গর্ভধারণ সময় প্রায় সাত থেকে আট মাস। তিনি জানান, হঠাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারি দুজন মহিলা আমার বাড়িতে আসেন, জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি তারা সাব সেন্টারের দায়িত্বে থাকা এন এম, তারা আমায় জিজ্ঞেস করে পোলিও কার্ড হয়েছে কিনা ,সমস্ত ইনজেকশন নেওয়া হয়েছে কিনা , আরো অনেক কিছু প্রশ্ন করেন এরপর আমি সমস্ত বিষয় খুলে বলি এবং আমি আমার বাবার বাড়ি এলাকার কার্ড টি তাদের দেখাই। কিন্তু সেই কার্ড দেখার পরেই তারা আমাকে এক প্রকার হুমকি ও মিথ্যে ভয় দেখায়, তোমার বাচ্চার জন্ম সার্টিফিকেট হবে না, হাসপাতাল নার্সিংহোম এ কোন পরিষেবা পাবে না, ভবিষ্যতে বাচ্চা কোন পরিষেবা পাবে না । তোমাকে খুব দ্রুত সেন্টারে আসতে হবে এই কার্ড টি নিয়ে ও এই কার্ডটি দেখে একটি ব্যাক ডেটে আমরা কার্ড বানিয়ে দেব। গর্ভবতী মহিলার দাবি যেই সেন্টার থেকে প্রথম থেকে আমি কোন পরিষেবা পেলাম না সেই সেন্টারে এখন কেন ব্যাক ডেটে কার্ড করাতে চাইছে? এদিকে সেই এলাকার দায়িত্বে থাকা আশা দিদি অনিতা রায় কে আমাদের প্রতিনিধি এই বিষয়ে জানার জন্য ফোন করলে তিনি আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে দুর ব্যবহার করেন ও এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। কিন্তু এখানে একটাই প্রশ্ন থেকে যায় আশা দিদির ব্যবহার ফোনেই যদি এত খারাপ তাহলে মানুষের সাথে কি ব্যবহার করে এবং কিভাবে পরিষেবা দেন?
অন্যদিকে সেন্টারের দায়িত্বে থাকা এন এম কিছু কথা অস্বীকার করলেও আসা দিদি সাব সেন্টারে সেই গর্ভবতী মায়ের ব্যাপারে কোন খবর দেননি, এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন, এবং জানিয়েছেন এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দেখবে।

নির্বিঘ্নে শেষ হল শিক্ষা জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: বৃহস্পতিবার শেষ হল জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা জুড়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষা ভৌতবিজ্ঞান। অনেক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ভয় থাকলেও এ বছরের ভৌত বিজ্ঞানের শেষটা ভালোই হয়েছে পরীক্ষার্থীদের । কারণ এবারের মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বেশ সহজ হয়েছে বলে জানালেন শিক্ষকরা।
তাঁদের বক্তব্য, তেমন ঘুরিয়ে কোনও প্রশ্ন আসেনি। কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন ছিল। তবে সার্বিকভাবে মাধ্যমিকের শেষদিনে মূল বিষয়ের সহজ প্রশ্ন করা হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে কিছু উদ্বেগের ছবি ধরা পড়েছেমাধ্যমিকের শেষ দিন রাস্তায় বয়ে গেল 'টুকলির সমুদ্র' নকল করা ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ দিনে পরীক্ষার্থীরা যেখানে হাসি মুখে, আনন্দের সঙ্গে সভ্যের মতো বাড়ি ফেরার কথা ছিল কিন্তু বৃহস্পতিবার শেষ দিনে দেখা গেল কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের লজ্জা জনক চিত্র। ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে বাইরে এসে টুকলির ফোয়ারা উড়িয়ে নোংরা করতে দেখা গেল বাজারের রাস্তা। নকল বা টুকলি করে পাস করা, শুধু তাই নয় রীতিমতো এলাকাবাসীকে জানান দিতে টুকলির ফোয়ারা উড়িয়ে দিতে দেখা গেলো কান্দিসহ বিভিন্ন এলাকায়।

বাংলার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার্থে গঠিত হল 'সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি'

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিলো একাধিক ধর্মীয় সংগঠন । ছ'টি ধর্মের ধর্মগুরুদের উপস্থিতিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ে গড়ে তোলা হলো 'সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি ।' বুধবার কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরুরা । সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি'র পক্ষ থেকে জানানো হয় সম্প্রতি আরএসএস প্রধান মোহন ভগপত রাজ্যে অবস্থানের কারণে বাংলার সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, জাতিভিত্তিক রাজনীতি, হিংসা, দাঙ্গা ও বিদ্বেষ থেকে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য সর্বধর্ম সমন্বয়ে আমাদের এই প্রয়াস ।

জানা গিয়েছে, এ দিনের সভা থেকে নতুন এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মুস্তাফিজ হাশমি, সম্পাদক হয়েছেন সুমন ব্যানার্জি ও যুগ্ম সম্পাদক নিজামুদ্দীন বিশ্বাস । ১৩ জনের রাজ্য কমিটিতে সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে । নিজামুদ্দীন বিশ্বাস জানান, 'আসন্ন রমজানের পর আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত ধর্মগুরুদের নিয়ে কলকাতায় বিশাল শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় পদযাত্রা করা হবে ।' এদিন সভা থেকে উপস্থিত সকলেই শুভেন্দু অধিকারীর মাদ্রাসা বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান । পাশাপাশি ইমাম পুরোহিতদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি ওঠে । দরিদ্র খ্রিষ্টান পাদ্রীদের ভাতা দেওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ।

সায়নী দাসকে সংবর্ধনা জেলা প্রশাসনের

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভারত বিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাসকে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন বর্ধমান সংস্কৃতি লোক মঞ্চে বিশেষভাবে সম্মানিত করলো। সায়নী দাস একজন প্রতিভাবান সাঁতারু, যিনি ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যের নজির গড়েছেন।
এই সম্মাননা জ্ঞাপক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার সায়ক দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বি ডি এর চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত, এসডিও সাউথ বুদ্ধদেব পান, এডিএম এডুকেশন প্রতীক সিং এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য পরিবেশ কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায়। সায়নী দাসের বাবা-মা, তার প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন।
বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।
সায়নী দাস ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে নর্থ চ্যানেল জয় করেছেন এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম মহিলা হিসেবে সপ্তসিন্ধুর পাঁচটি চ্যানেল জয় করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটালিনা চ্যানেল (ক্যালিফোর্নিয়া), মলোকাই চ্যানেল (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ), কুক প্রণালী (নিউজিল্যান্ড) এবং আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল জয় করেছেন। তার লক্ষ্য সাত মহাসাগরের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল জয় করে বিশ্ব দরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রাইমারি স্কুলে মিড ডে মিল সামগ্রী বিতরণ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিকে দেয়া হল মিড ডে মিল রান্নার সামগ্রী। এদিন ব্লকের প্রায় ১২৩ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে এই সামগ্রী গুলি তুলে দেয়া হয়। জানা গিয়েছে, এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে মিক্সার গ্রাইন্ডার, প্রেসার কুকার, স্টিলের থালাবাসন প্রভৃতি তুলে দেয়া হয়। এদিনের এই কার্যক্রমে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পূজা মিনা, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গনেশ প্রসাদ সহ আরো অনেকে।
এ বিষয়ে বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ বলেন, আমরা বংশীহারী ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে মধ্যাহ্নকালীন আহার রান্নার জন্য ১২৩ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে মিড ডে মিল রান্নার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিয়েছি।

সোনার হার ফিরিয়ে দিলেন বিচারক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: হারিয়ে যাওয়া সোনার হার খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দিলেন বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক। মঙ্গলবার রামপুরহাটের মাসুমা খাতুনের সোনার হার হারিয়ে যায় সিউড়ী আদালত চত্বরে। তিনি ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির একজন অধিকার মিত্র পদে কর্মরত। সেদিন সিউড়ী তে একটা ট্রেনিংয়ে এসে তার এক ভরি ওজনের সোনার হার হারিয়ে ফেলেন। পরে বিষয়টি জানান ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিককে। সোনার হার খুঁজতে উদ্যোগ নেন বিচারক। খুঁজে বের করেন নিরুপমা। তারপর বৃহস্পতিবার রামপুরহাট আদালতে মাসুমা খাতুন কে ডেকে সোনার হার ফিরিয়ে দেন বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক। সোনার হার ফিরে পেয়ে খুশি মাসুমা খাতুন।

শিবপুরে ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া শিবপুর বাগানে গত মঙ্গলবার একটি ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত হল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং আওলিয়া কেরামদের সম্পর্কে কোরআন হাদিসের আলোকে বক্তব্য দেওয়া হয়। বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের গদ্দিনশীন সৈয়দ আহসানুল ইসলাম এবং সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামাতের সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম বিশ্বের শান্তি এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক হবার আহ্বান জানান এবং দোয়া করে সমাপ্তি ঘটান।

মাধ্যমিকের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেওয়া হল আধঘণ্টা অতিরিক্ত সময়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার একেবারে শেষ লগ্নে আবহাওয়া বিভ্রাট।তুমুল ঝড় বৃষ্টির জেরে লন্ডভন্ড হয়ে পড়লো দক্ষিন ২৪ পরগনার নানা এলাকা।বৃষ্টি ও জোরালো হাওয়ার কারণে বিভিন্ন মাধ্যমিক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটহয়ে পড়ে।পরীক্ষার সময়ে লোডশেডিং ও হয়ে পড়ে।
এই কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যপ্রয়োজনে আধঘন্টা বাড়তি সময় বরাদ্দ করে পর্ষদ।বৃহস্পতিবার ২০শে ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা ছিল।পৌনে ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরীক্ষার সময় ছিল।প্রয়োজনে আধ ঘন্টা বাড়তি সময় দেওয়া হয়।২২শে ফেব্রুয়ারি শনিবার ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে।
তবে আবহাওয়াদফতর সূত্রে জানা গেল,সেই দিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার

বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে লোডশেডিং হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার বিভিন্ন স্কুলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হয়েছিল লোডশেডিং।আর বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের তাই দেওয়া হয় অতিরিক্ত সময়।এ বিষয়ে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স এন্ড হেডমিস্ট্রেসেস সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি বলেন,এদিন প্রাকৃতিকবিপর্যয়ের কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির জেরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে পড়ে।আর বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সমস্যার মধ্যে পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।এরপরে পর্ষদ সচিবের সঙ্গে কথা বলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময়ে ধার্য করা হয়।আর এই অতিরিক্ত সময় পাওয়ায় খুশি এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।

১০৪তম রক্তদান করে নজির গড়লেন জলঙ্গির ফরিদপুরের এক যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রক্তদান যে মহৎ দান সেই কথা ছোটো বেলায় শুনেছিল ইসাদুল ইসলাম ওরফে পিন্টু,তার পর যখন রক্তদানের বয়স হলো তখন থেকেই এলাকার কারো রক্তের প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ নিজের উদ্যোগে রক্ত দিয়ে চলে আসছেন।
মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের পোল্লাডাঙ্গা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ইসাদুল ইসলাম,তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে এযাবত ১০৪ বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।কোনো রক্তদান শিবির তো কখনও অসহায় রুগীকে হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে এসেছেন।এদিন ফরিদপুর অঞ্চলের ভিটাপাড়া গ্রামের কুদ্দুস সেখ নামের এক মুমূর্ষু রোগীর জরুরি

অবস্থায়। পজেটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন হওয়ায় কোথাও রক্ত না মেলায় ওই অঞ্চলের জনকল্যাণ সেবা সংস্থার সদস্যদের জানালে তারা। পজেটিভ গ্রুপের রক্ত দাতা ইসাদুল ইসলাম কে জানালে তৎক্ষণাৎ ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করে আসেন। ইসাদুল ইসলামের এহন উদ্যোগে খুশি হয়ে তাকে সংবর্ধনা জানালেন জনকল্যাণ সেবা সংস্থার সদস্যরা।
এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মেরাজুল ইসলাম সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি সংস্থার সকল সদস্য গণ।

পালগা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে মোরগ লড়াই

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: কাশিপুর ব্লকের জোড়গোড়া এবং হুড়া থানার পালগা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে মোরগ লড়াই লক্ষাধিক সমাগম। এই মোরগ লড়াইকে ঘিরে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও এলাকা মেলায় পরিণত হয়েছিলো । এই মোরগ লড়াইয়ের মেলায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় জমে আর তাতেই মেলার রূপ ধারণ করে । মেলায় রকমারি দোকান বসে । শুধু পুরুলিয়া জেলা নয় পার্শ্ববর্তী জেলা সহ ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যের মানুষজনও এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলায় বিশৃঙ্খলা ও যাতায়াতকারীদের দুর্ঘটনা এড়াতে জায়গায় জায়গায় রয়েছিল পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে মসজিদে ক্যামেরার ব্যবহারে নতুন নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসে তারাবীর নামাজ সরসারি সম্প্রচার না করার নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি আরব। বুধবার দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, মসজিদে ক্যামেরার ব্যবহার নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। সেখানে তারাবীর নামাজ সরাসরি সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, নামাজের ফুটেজ কোনো ধরনের মিডিয়াতেই সম্প্রচার করা যাবে না। মূলত মসজিদের পবিত্রতা ও পরিবেশ রক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুসল্লিরা যেন বিরক্ত না হন এবং ইমামরা ঠিক মতো নামাজ পড়াতে পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া মসজিদের ইফতার মাহফিল আয়োজনের জন্য তহবিল সংগ্রহের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইফতার মাহফিল অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

শতাধিক বছর পর মিশরে আবার আবিষ্কৃত হল ফারাওয়ের সমাধি

আপনজন ডেস্ক: শতাধিক বছর আগে ১৯২২-এ আবিষ্কৃত হয় মিশরের রাজা তুতেনখামেনের সমাধি। বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার তা আবিষ্কার করেছিলেন। তার পর এই প্রথমবার আরো এক ফারাওয়ের সমাধি সামনে এলো। বৃটিশ-মিশরীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল রাজা দ্বিতীয় থুটমোসের সমাধি আবিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় থুটমোসই অষ্টাদশ মিশরীয় সাম্রাজ্যের শেষ রাজা যার সমাধি এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। লাক্সারের কাছে থিবান নেক্রোপলিসের পশ্চিম উপত্যকায় এই সমাধি আবিষ্কার করেন গবেষকরা।

এর আগে অনুমান করা হয়েছিল যে অষ্টাদশ মিশরীয় সাম্রাজ্যের ফারাওদের সমাধিকক্ষগুলি ভ্যালি অফ কিংসের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারে। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিকরা রানিদের সমাধিস্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই খনন কাজ চালিয়ে একটি সুসজ্জিত সমাধি কক্ষের সন্ধান পান। সুসজ্জিত ঘর দেখেই তারা নিশ্চিত হন যে সেই কক্ষ ফারাওয়ের সমাধিস্থল।

রাজা দ্বিতীয় থুটমোস তুতেন খামেনের পূর্বপুরুষ। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তিনি রাজত্ব করেছেন। ফ্যারাও হাটসেপসুট হাতেগোনা কয়েকজন মিশরীয় রানির মধ্যে একজন যিনি নিজেই নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। হাটসেপসুট রাজা দ্বিতীয় থুটমোসের সৎ বোন এবং স্ত্রী ছিলেন। তার সমাধির প্রবেশপথ ২০২২-এ আবিষ্কৃত হয়। তখন মনে করা হয়েছিল, সেটি তার কোনো এক রানির সমাধিগৃহ। তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষে তাক লাগানো সাজসজ্জা ছিল। সেই তুলনায় রাজা দ্বিতীয় থুটমোসের সমাধিকক্ষ খানিক ম্যাড়ম্যাড়ে বলে জানিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

এমনকি, মমিটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সহ-নেতৃত্ব মোহাম্মদ আবদেল বাদি জানিয়েছেন দ্বিতীয় থুটমোসের মৃত্যুর পরপরই বন্যা হওয়ার কারণে সমাধিকক্ষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর সংরক্ষণ সেভাবে হয়নি।

মিশরের পুরাতাত্ত্বিক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'বন্যার ফলে সমাধির ক্ষতি হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের দল তা সংরক্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে বন্যার কারণে সমাধিকক্ষের সামগ্রী অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছিল।' তা সত্ত্বেও এখান থেকে এমন অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে যা অমূল্য। তার মধ্যে রয়েছে রাজা দ্বিতীয় থুটমোসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

ইমামতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিল ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স সরকার ইমামতিকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশটির কর্মসংস্থান সংস্থার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে ইমামদের কাজ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত ও নিয়মিত পেশা হিসেবে গণ্য হবে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেতাইয়ো মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এই ঘোষণা দিয়েছেন।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেতাইয়ো বলেন, 'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে ইমামের ভূমিকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিচ্ছে।'

রেতাইয়ো এই ঘোষণাটি ফরাসি ইসলাম ফোরামের (এফওআরআইএফ) দ্বিতীয় বৈঠকের সমাপনী অধিবেশনে দেন। এফওআরআইএফ হলো, ফ্রান্সে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের একটি সরকারি উদ্যোগ। রেতাইয়ো ইমামদের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা ও চুক্তিভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে উদ্বেগের কথাও তুলে ধরেছেন।

গত বছর ১৭৩টি মুসলিম-বিরোধী আক্রমণ রেকর্ড করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, ভুক্তভোগীরা অভিযোগ না জানানোর জন্য প্রকৃত সংখ্যা বলা যাচ্ছে না, সম্ভবত সংখ্যাটি আরো বেশি। অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য সরকার ইসলামোফোবিয়া ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করবে।

হাসপাতাল এবং সামরিক বাহিনীতে কর্মরত মুসলিম ধর্মযাজকদের এখন সরকারি সেবার অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়।

জার্মান পররাষ্ট্রনীতির আমূল বদলের সময় এসেছে?

আপনজন ডেস্ক: এত দিন জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও ভূরাজনৈতিকভাবে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই অবস্থানকে বিদায় জানানোর সময় এসে গেছে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে সাধারণ নির্বাচন। নতুন সরকার গঠনের পর তার সামনে থাকবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের চ্যালেঞ্জ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশ এক স্থায়ী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। আগের অবস্থান থেকে সরে আসার সময় এসেছে।

জার্মান পররাষ্ট্রনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম জার্মানি পাশ্চিমাদেশগুলোর পক্ষে থেকেছে। বহুপাক্ষিতা, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পক্ষ নিয়েছে।

দেশের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তগুলোও পাশ্চিমের বন্ধু দেশগুলোর সহযোগিতায় নেওয়া হতো। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র দেশের সুরক্ষার বিষয়টির দায়িত্বে থাকত।

ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ

কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে (এমএসসি) যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স ঘোষণা করেন, ইউরোপের দেশগুলোকে নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে এবং তার ব্যয়ও বহন করতে হবে।

মধ্য-দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের (সিডিইউ) নেতা ও জার্মানির চ্যান্সেলর পদপ্রার্থী ফ্রিডরিশ ম্যার্তস ডিডব্লিউকে বলেন, 'আমরা এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া সুরক্ষাব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সর্বোপরি মার্কিনরা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।'

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

সিডিইউর পার্লামেন্টারি গ্রুপের পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ রডরিশ কিসেওয়েটার বলেন, দেশ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তিনি আরো জানান, জার্মানির গণতন্ত্র ও আইনি শাসন ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, চীন এই মুহূর্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য জার্মানির মতো দেশগুলোকে আরো পরনির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ডিডব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিসেওয়েটার জার্মানির নিজের জাতীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'তা না হলে দেশকে সাংঘাতিক অর্থনৈতিক অভিঘাতের মুখে পড়তে হবে। সেই ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য ন্যাটোও কার্যকরি হবে না।'

এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরো জানান, 'এর জন্য পররাষ্ট্রনীতি ও সুরক্ষানীতির একটা পরিষ্কার কৌশলগত ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। অন্য দেশকে তুষ্ট করে চলার প্রাচীনপন্থী ভাবনা এবং চীনকে নিয়ে উদাসীন থাকার বোকামি আমরা করতে পারি না। এতে ক্ষতির সম্ভবনা বেশি।'

ইউক্রেননীতিতে পরিবর্তন?

জার্মানির ইউক্রেননীতিতেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ২০২২ সালের রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জার্মানি ইউক্রেনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক সাহায্যের পাশাপাশি ইউক্রেন থেকে আসা উদ্বাস্তু অভিবাসনের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে জার্মানি।

এখনো যখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে, জার্মানিসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের ওপর নিজেদের সামরিক ক্ষমতায় যুদ্ধপরবর্তী চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে। যুক্তরাষ্ট্র যে সে ক্ষেত্রে কোনো দায়িত্ব নেবে না তা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

সামরিক বাজেট বৃদ্ধি

এ কথা পরিষ্কার যে জার্মানি তার সামরিক বাজেট বাড়ানোর দিকে মন দেবে। এ ক্ষেত্রে ইইউর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। গ্রিন পার্টির অ্যানটন হফরাইটার আনুমানিক ৫০ হাজার কোটি ইউরোর এক প্রকাণ্ড অর্থ বরাদ্দের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও সামরিক বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। রডরিশ কিসেওয়েটার জানান, ওয়াশিংটনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার জন্যও সামরিকক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভে নেমেছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

বৃহস্পতিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর বাজেট কাটছাঁট এবং অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ করছেন তারা।

প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপকে শিক্ষার্থীরা 'ডার্ক ইন্দোনেশিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের আশঙ্ক প্রেসিডেন্টের এমন পদক্ষেপের ফলে সামজিক সহায়তা নীতিকে দুর্বল করবে, যা তাদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার ফেলে দেবে। কালো কাপড়ে সজ্জিত প্রায় এক হাজারের মতো প্ল্যাকার্ড নিয়ে শিক্ষার্থীরা ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর জোগজাকার্তায় বিক্ষোভ করছে। তারা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। গত চার মাস আগে ভূমিধস জয় পেয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন প্রাবোও। এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে হাজার হাজার শিক্ষার্থীরা রাস্তার নেমে বিক্ষোভ করছে।

ইন্দোনেশিয়ার রাজাধানী জাকার্তা, মেদান এবং সুমাত্রা দ্বীপেও এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'ডার্ক ইন্দোনেশিয়া' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যা বাজেট কাটছাঁটের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। দেশটির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরও একটি ট্যাগ ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে লেখা রয়েছে 'জাস্ট ইসকেপ ফার্স্ট'। এটি শেয়ার করে অনেকে বিদেশে কাজ এবং বসবাসের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ শেয়ার করছেন।

জাকার্তার ছাত্রনেতা হেরিয়ান্তো বলেন, শিক্ষাখাতে বাজেট কাটছাঁটের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করছে। প্রেসিডেন্ট প্রাবোও ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার সঞ্চয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব সঞ্চয় দিয়ে তিনি তার নীতি বাস্তবায়ন করবেন। বিশেষ করে স্কুলের মধ্যাহ্নভোজ পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা হবে।

হেরিয়ানো বলে, ইন্দোনেশিয়া সত্যি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। কারণ এখানে অনেক নীতি রয়েছে, যা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

ডাবলিনে দীর্ঘতম সময়ের পর মিলল সূর্যের দেখা

আপনজন ডেস্ক: আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে টানা ১১ দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর অবশেষে সূর্যের দেখা মিলেছে, যা শহরটির ইতিহাসে রেকর্ড সমান দীর্ঘতম সূর্যবিহীন সময়। এর আগে ৫৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে এমন দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের অনুপস্থিতির কোনো নজির ছিল না। বিবিসি বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সানডিমাউন্ট সমুদ্রসৈকতে বন্ধুদের সঙ্গে হাঁটার সময় ইসাবেল রায়ান বিবিসি নিউজ এনআইকে বলেন, 'সকালে নীল আকাশ দেখেই মনটা চাঙ্গা হয়ে গেল।' আইরিশ আবহাওয়া সংস্থা মেট ইয়েরান নিশ্চিত করেছে, ডাবলিন বিমানবন্দরের পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে ৮ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একবারও সূর্যের আলো রেকর্ড করা হয়নি। এটি ১৯৬৯ সালের মার্চের রেকর্ডের সমান, যখন ডাবলিন বিমানবন্দরে টানা ১১ দিন সূর্যের দেখা মেলেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউরোপকে জেগে ওঠার আহ্বান গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও ইউরোপীয় দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় সজাগ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস। এ সময় ইউরোপের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠনের ওপরও গুরুত্ব দিন তিনি। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই বক্তব্য দেন মিতসোতাকিস। বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) গ্রিসের থেসলানোকির একটি বাণিজ্যিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন মিতসোতাকিস।

সম্প্রতি ইউক্রেন ও ইউরোপীয় দেশগুলোকে বাদ দিয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়; বিতর্কিত মন্তব্যও করে যাচ্ছেন অনবরত। ইউক্রেন থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝুঁকছেন রাশিয়ার দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের এহেন কর্মকাণ্ড খোদ দেশটিরই বহুদিনের পররাষ্ট্রনীতির বড়সড় পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করছে। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ইউরোপের নেতারাও।

মঙ্গলবারে সেদি আরবে রুশ-মার্কিন বৈঠক নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা তখন ট্রাম্প ও জেলেনস্কির দ্বন্দ্ব ইউরোপের নেতাদের চিন্তা আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, ট্রাম্প 'রাশিয়ার বিভ্রান্তিকর তথ্যের ফাঁদে' পড়েছেন। কিয়েভকে ছাড়া করা বৈঠকের কোনো সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়ার কথাও সুস্পষ্ট করে জানান দেন তিনি। তার বক্তব্যের জবাবে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে দ্রুতই আলোচনার টেবিলে বসতে জেলেনস্কিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এ সময় জেলেনস্কিকে 'অনির্বাচিত স্বৈরশাসক' বলেও আখ্যা দেন তিনি। দুই নেতার এই দ্বন্দ্ব ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY next GENERATION

THE ECO PALACE

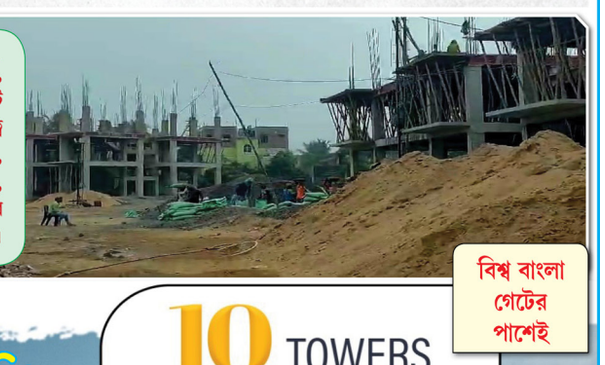

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

10 TOWERS

220+FLATS

2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US

8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪১মি.

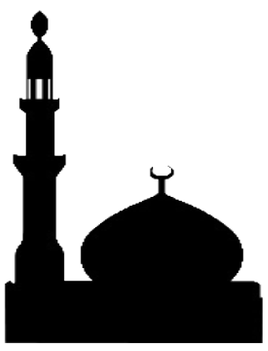

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪২	৬.০৪
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫৯	
মাগরিব	৫.৪১	
এশা	৬.৫২	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

সৌদি যুবরাজের আমন্ত্রণে জিসিসি, জর্ডান ও মিশরের নেতাদের বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণে গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) দেশগুলোর নেতারা, জর্ডানের বাদশাহ এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি শুক্রবার রিয়াদে এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হবেন। বৃহস্পতিবার সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এসপিএ সূত্রে বলা হয়েছে, এই বৈঠক হবে 'একটি অনানুষ্ঠানিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাবেশ' যা বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এতে নেতাদের মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিফলিত হবে। এটা জিসিসি দেশগুলো, জর্ডান ও মিশরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। উক্ত সূত্র আরও জানিয়েছে, যেকোনো যৌথ আরব উদ্যোগ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো আগামী বিশেষ আরব সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই সম্মেলন মিশরে অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, আগামী ৪ মার্চ গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আরব লীগের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে।

শীর্ষ ১৮ নারী গবেষককে পরিচয় করাল তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শীর্ষ ১৮ জন নারী গবেষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এসব নারী গবেষক জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক আলোচিত গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ইসলামিক ওয়ার্ল্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মনিটরিং অ্যান্ড সাইটেশন ইনস্টিটিউট এই ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিবেদন মতে, বিজ্ঞান অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. ফারনুশ ফরিদবোদ এবং ড. ফারজানে শেমিরানি এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. ফেরেশতে রাশচি ২৭ বছর ধরে (১৯৯৬-২০২৩) বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত গবেষকদের মধ্যে শীর্ষ ২ শতাংশের মধ্যে রয়েছেন।

ওয়েব অব সায়েন্স (ডব্লিউওএস) ডাটাবেজের তথ্যমতে, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুষদের অনুষদ সদস্য ডঃ জাহরা ইমামজোমে এবং ডঃ মরিয়ম সালামি, প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ডঃ আকরাম হোসেনিয়ান সারাজেলু, আন্তঃবিষয়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ডঃ ফাতেমে ইয়াজদিয়ান এবং ডঃ রোগায়ে ঘাসেমপুর এবং প্রশাসন অনুষদের অনুষদ সদস্য ডঃ রেহানেহ লোনি ১০ বছরের (২০১৪-২০২৪) সময়কালে বিশ্বের শীর্ষ এক শতাংশ উচ্চ-উল্লেখিত গবেষকদের মধ্যে রয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা, ৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ২২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

নির্বুদ্ধিতা

আমরা বিশ্বে কঠিন অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছি। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী নানান জাতিগোষ্ঠীর ও ব্যক্তিপর্যায়েও মানসিক চাপ বাড়িতেছে। মানসিক চাপ এমন একটি কঠিন অবস্থা–যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে তাহার নানা রকমের খারাপ লক্ষণ সমাজ সংসারে দেখা যায়। ব্যক্তি পর্যায়ে মানসিক চাপ আমাদের শরীরকে ভিতরে ভিতরে ধসাইয়া দিতে পারে। ইহা এক অর্থে নীরব ঘাতক। দিন যত যাইতেছে, ততই যেন আধুনিক জীবনের সঙ্গে মানসিক চাপ ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্বময় এত অশান্তি, এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে–এই সময়ের মানুষরা যেন ইহকালেই দোজখের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে–এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ। কিন্তু তাহার পরও কথা আছে। কথাটি হইল–অনেক জ্ঞানীগুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি। অর্থাত্ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। এই জন্য আধুনিক জীবনটা যেন অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো–যাহাতে অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কার্য হাসিল করা হয়। কিন্তু সেই প্রেশার কখনোসখনো ভয়ংকর বিপদও ডাকিয়া আনে। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ যেন প্রতিদিন অস্থিরতার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে। সেই অস্থিরতায় বিশ্বের সকল দেশেরই সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশও উহার বাহিরে নহে। তরুণরা যেহেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠাও অধিক থাকে।

জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হইয়াছে। এমনকি বিখ্যাত মণীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল–প্রথম নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি 'সেফটি ভাল্ব' তৈরি হইয়া যায়, প্রেশার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, 'যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে যে তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন যে, –তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেইসকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই। ' লেবাননের কবি খলিল জিবরান মনে করিতেন, 'আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে। ' এই ক্ষত্রে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছে হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। ' সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই–তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ মিথ্যা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের 'ভবিষ্যৎ' জানি না। ভবিষ্যতের বিষয় সম্পর্কে কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা জানেন। আল্লাহ ছাড়া ভবিষ্যতের বিষয়ে কেহ কিছু জানেন না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি না কেন–তাহা কখনোই সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হয় নাই। সুতরাং টানেলের শেষ প্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল–টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই–এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ না করিয়া হতাশ হওয়া সবচাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা। অতএব, নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

•••••••••••••

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাঙালির মাতৃভাষা বিরাগ

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই বাঙালির মাতৃভাষা-প্রীতি একেবারে উথলে ওঠে! ইংরেজি-বাংলা জগাখিচুড়ি ভাষায় (অবশ্য আসল আকর্ষণটা ইংরেজির প্রতি) কথা বলার সময় মনে থাকে না, সন্তানের 'বাংলাটা ঠিক আসে না'–এই আহাম্মকসুলভ গর্বিত উচ্চারণের সময় মনে থাকে না! কেবল একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই মনে পড়ে, আর চকিতে ছলকে ওঠে মাতৃভাষা বাংলাপ্রেম! সাধে কি আর নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিকে 'আত্মঘাতী' বলেছিলেন! লিখেছেন **পাভেল আখতার**।

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই বাঙালির মাতৃভাষা-প্রীতি একেবারে উথলে ওঠে! ইংরেজি-বাংলা জগাখিচুড়ি ভাষায় (অবশ্য আসল আকর্ষণটা ইংরেজির প্রতি) কথা বলার সময় মনে থাকে না, সন্তানের 'বাংলাটা ঠিক আসে না'--এই আহাম্মকসুলভ গর্বিত উচ্চারণের সময় মনে থাকে না! কেবল একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই মনে পড়ে, আর চকিতে ছলকে ওঠে মাতৃভাষা বাংলাপ্রেম! সাধে কি আর নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিকে 'আত্মঘাতী' বলেছিলেন! রাশিয়া-চীন-জাপান-স্পেন-ফ্রান্স ইত্যাদি সমস্ত দেশই নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করে না। দক্ষিণ ভারতীয়রাও নয়। ব্যতিক্রম শুধু আমরা বাঙালিরাই। ইংরেজি জানার প্রয়োজন নেই--একথা বলা অর্থহীন। কিন্তু, সেজন্য নিজের মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা, অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন কি যুক্তিসঙ্গত ? কেবল মুখে বলব 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' ; আর বাস্তবে খেতে থাকব কৌটোয় ভরা কৃত্রিম ও বিদেশি দুগ্ধ--এই দ্বিচারিতা কেন ? বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায় বাংলা মাধ্যমেই পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো সাহেবি কেতায় ইংরেজি বলতে কাউকে শুনিনি। হলিউড থেকে ছবি তৈরির প্রস্তাব পেয়েও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আরেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য রীতিমতো 'আন্দোলন' করেছিলেন বলা যায়। ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী ও রণজিৎ গুহ, অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন প্রমুখ দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে এবং ইংরেজি চর্চার বৃত্তে বিচরণ করেও অসামান্য শৈল্পিক বাংলা গদ্যে যেসব বই লিখেছেন তা অকল্পনীয়। তো, এঁদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এই উৎকর্ষমণ্ডিত চর্চা কীভাবে সম্ভব হল ? এর নেপথ্য কারণটি আরেক প্রখর ইংরেজি জানা উৎপল দত্তের কথা থেকে উদ্ধৃত করি : 'মাতৃভাষা ভুলতে না-চাইলে কখনও ভোলা যায় না!'

একেবারে নাড়ি ধরে টান দিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। সারকথা এটাই--আমরা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে আসলে ভুলতে চাই--চেতনে-অবচেতনে! নইলে, এই অবস্থা হবে কেন! আর, সেই আমরাই কিনা একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই বাংলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিরসে নিজেদের আপাদমস্তক একেবারে ভিজিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করি! আদিখ্যেতা আর কাকে বলে!

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া নিয়ে বামফ্রন্ট পরিচালিত পূর্বতন সরকারের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। এ-ব্যাপারে মূল মস্তিষ্কটি ছিল প্রয়াত অশোক মিত্রের। বিপুল 'ঝড়-ঝঞ্ঝা'র মধ্যেও তিনি তাঁর মতে অনড় ছিলেন। নতুন করে বিতর্ক তুলে লাভ নেই। শুধু একটি কথাই এখানে বলব। ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি বাংলা মাধ্যম ইস্কুলগুলিই মূলত এখন বাঙালির 'নয়নের মণি'! নার্সারি থেকেই সেখানে ইংরেজি 'পড়ানো' হয়। এমন 'ভারিক্কি' সেসব বই যে দেখে পিলে চমকে যাবে! তো, শিশু ইংরেজি 'পড়ছে'। ভাল কথা। কিন্তু, 'শিখছে' কী ? আমি তো আজ অবধি শুনিনি যে, 'তোতাপাখি' কখনও ইংরেজি 'শিখতে' পারে! 'শেখা' জিনিসটা বয়সজনিত স্বাভাবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিশীল না-হলে সেটা কেবল 'পড়া'ই হয়! বস্তুত, এভাবেই বেসরকারি ইস্কুলগুলি রমরমিয়ে চলছে 'অবৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে, আর আমরাও রীতিমতো আহ্লাদে আটখানা হচ্ছি এই ভেবে যে, আহা, আমাদের ঘরের শিশুরা কত কী 'শিখছে'! আখেরে শিশুদের কোমল মস্তিস্কগুলি আমরা 'সবাই' চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছি!

ইদানীং সরকারি ইস্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষিকাও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন মূলত বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলে! তাহলে আর সমাজের দিকে আঙুল তোলার অবকাশ থাকে কি ? শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করবেন এমন একজন নবাগতা নতুন ইস্কুল দেখতে এসে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করছিলেন! তাঁর শিশুপুত্রকে কোথায় ভর্তি করবেন সেই নিয়ে তিনি চিন্তিত! তাঁর ইচ্ছা, শিশুপুত্রকে একটি ভাল ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলে ভর্তি করবেন! সরকারি বাংলা মাধ্যম ইস্কুলের চাকরিতে যোগদান করতে এসে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলে নিজের শিশুপুত্রকে পড়ানোর চিন্তা অতি চমৎকার! আহা! তিনি একবারও ভাবার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, নিজের চাকরিটি যদি বেসরকারি হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে তাঁর কেমন লাগবে!

২০১৮'র পুজোসংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় একটি অসামান্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। 'জিপুর যাওয়া-আসা'। লেখক সৌরভ মুখোপাধ্যায়। জিপু একটি ঝাঁ-চকচকে ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ে। 'তথাকথিত মধ্যমেধার' অধিকারী ছোট্ট জিপু ইস্কুলের হৃদয়হীন ও যান্ত্রিক পরিবেশে হাঁফিয়ে ওঠে। ওর বাবা-মা'র বদ্ধমূল ধারণা, 'এখানে' না-পড়লে জিপু 'মানুষ' হবে না! তাই আর্থিক টানাটানির মধ্যেও কষ্ট করে জিপুকে এখানে তারা পড়াতে থাকে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত একসময় জিপুর বাবা সাময়িকভাবে কর্মহীন হলে ইস্কুলের বেতন দিতে অপারগ হয় এবং হাজার কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও ইস্কুল জিপুকে আর 'রাখে না'। জিপুর বাবা-মা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। ইত্যবসরে ঠাম্মা গ্রামের বাড়ি থেকে এসে জিপুকে নিয়ে যায় এবং নিমরাজি বাবা-মাকে বুঝিয়ে গ্রামের সরকারি বাংলা মাধ্যমের ইস্কুলটিতে ভর্তি করে দেয়। গ্রামের উন্মুক্ত সবুজ প্রকৃতি, ইস্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুদের উদার ও অকৃত্রিম সাহচর্য, পাঠাগার থেকে দেদার গল্পের বইপড়া ইত্যাদি জিপুর প্রাণে 'মুক্তির আনন্দ' এনে দেয়। সে ডায়েরি লেখে, কবিতা লেখে। সর্বোপরি পড়াশোনাতেও 'উন্নতি' করে। কিন্তু, গ্রামের ইস্কুলের 'মান' নিয়ে সর্বদা সন্দিহান জিপুর বাবা-মা কিছুদিন পর আবার জিপুকে শহরের নামী ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে ভর্তি করতে উদ্যত হয়। জিপু যেতে চায় না। কান্নায় বুক ফেটে যায় তার। কিন্তু, একরত্তি শিশুদের কে আর কবে পাত্তা দিয়েছে! জিপুর বাবা-মা ছেলের ডায়েরি পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে! আর, 'আহত হৃদয়' নিয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়া জিপু স্বপ্ন দেখতে থাকে--বহুদিন পর সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে 'শিক্ষক' হয়ে এই ইস্কুলেই! বন্ধুদের সাথে তার আবার দেখা! প্রাণের অবিরল আনন্দধারায় আবার ভাসতে থাকা! উপন্যাসটির কথা বলার কারণ এই যে, বাঙালিকে তার শিকড়ের ঘ্রাণ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেওয়া!

প্রাবন্ধিক ভাস্কর বসু 'বাংলা সাহিত্যের এক আঁজলা জল' শীর্ষক তাঁর একটি গ্রন্থে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'মাতৃভাষা এবং সাহিত্য' প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন :

"মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও তিনি খুবই প্রাঞ্জল ভাষাতে ব্যাখ্যা করেছেন কেন মাতৃভাষার দক্ষতা সভ্যতার মূল ভিত্তি হতে পারে। মূল কথাটি যা বলেছেন তা হল ভাষা ও চিন্তা--একে অপরের পরিপূরক। ভাষা ছাড়া চিন্তা হয় না, আবার চিন্তাও ভাষার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। সেই পথ ধরে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে--মানুষের মধ্যে চিন্তাশীলতা বিকাশ করতে গেলে বিদ্যাশিক্ষা ও চিন্তাচর্চা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সবচেয়ে উপযোগী।"

পরিশেষে বলা যাক, বাঙালির বাংলা ভাষাচর্চায় ক্রমবর্ধমান অনীহা, বিরাগ ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে একটি গুরুতর দিক অবশ্য উপেক্ষা করা হয়। সেটা সাধারণ মানুষের অবস্থানের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ। একথা অনস্বীকার্য, রাষ্ট্র ও সরকারের তরফে ইংরেজি জানাকে ভাল চাকরি প্রাপ্তির একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, বাংলাকে তা করা হয়নি। আমরা এমনও দেখি যে, অফিসে বাংলায় দরখাস্ত লিখলে করুণার দৃষ্টিতে তাকানো হয়! সেই দৃষ্টির তাৎপর্য এই যে, বেচারা ইংরেজি জানে না! এই ছিদ্রপথেই বাঙালি যে ইংরেজির দিকে ধাবমান এটা নির্ভেজাল সত্য! অতএব, রাষ্ট্রীয় পোষকতায় বা উদ্যোগে বাংলা ভাষার অর্থকরী গুরুত্ব না বাড়ালে বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির অবহেলা ও ঔদাসীন্য কমবে না বা ঘুচবে না। ইংরেজি ভাষার প্রেমে তো আর বাঙালি ইংরেজির দিকে ঝুঁকছে না, ঝুঁকছে ওই কড়ির তীব্র ঝনঝনানির টানে !

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া নিয়ে বামফ্রন্ট পরিচালিত পূর্বতন সরকারের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। এ-ব্যাপারে মূল মস্তিষ্কটি ছিল প্রয়াত অশোক মিত্রের। বিপুল 'ঝড়-ঝঞ্ঝা'র মধ্যেও তিনি তাঁর মতে অনড় ছিলেন। নতুন করে বিতর্ক তুলে লাভ নেই। শুধু একটি কথাই এখানে বলব। ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি বাংলা মাধ্যম ইস্কুলগুলিই মূলত এখন বাঙালির 'নয়নের মণি'! নার্সারি থেকেই সেখানে ইংরেজি 'পড়ানো' হয়। এমন 'ভারিক্কি' সেসব বই যে দেখে পিলে চমকে যাবে! তো, শিশু ইংরেজি 'পড়ছে'। ভাল কথা। কিন্তু, 'শিখছে' কী ? আমি তো আজ অবধি শুনিনি যে, 'তোতাপাখি' কখনও ইংরেজি 'শিখতে' পারে! 'শেখা' জিনিসটা বয়সজনিত স্বাভাবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিশীল না-হলে সেটা কেবল 'পড়া'ই হয়! বস্তুত, এভাবেই বেসরকারি ইস্কুলগুলি রমরমিয়ে চলছে 'অবৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে, আর আমরাও রীতিমতো আহ্লাদে আটখানা হচ্ছি এই ভেবে যে, আহা, আমাদের ঘরের শিশুরা কত কী 'শিখছে'! আখেরে

মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত দিন: ২১ ফেব্রুয়ারি

এম ওয়াহেদুর রহমান

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন। ভাষা ব্যতিরেকে ভাব প্রকাশ অকল্পনীয়। ভাষাই হলো বিশ্বের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য তথা একে অপরের সাথে সহযোগিতা সর্বোপরি সংযোগ করার উপায়। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর সর্বোত্তম পুষ্টি, তেমনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটতে পারে একটি জাতির শ্রেষ্ট বিকাশ। বাংলা ভাষা আজ শুধু বাংলাদেশের ভাষা নয়, এটি বিশ্বের কাছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী পরিচিত ভাষা। এ ভাষার তরে কতই না রক্তে রঞ্জিত হয়েছে মাঠ - ঘাট। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পাবার তরে বুক পেতে গুলি খেয়েছে। তবু ও ভাষার মানকে রেখেছে সমুন্নত।বাংলা ভাষার জন্য রক্ত ও প্রাণদানের ইতিহাস জ্বলজ্বল করছে। বাঙালি জাতির আত্মোপলব্ধির উত্তরণ ঘটেছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের মাধ্যমে। ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবন্ত ইতিহাস। এই ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করার জন্য সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বা ' ভাষা দিবস ' কিংবা ' শহীদ দিবস '। বাংলার দামাল ছেলেদের ভাষা আন্দোলন ২০২৫ সালে ৭৫ বছর পূর্ণতা লাভ করলো। অর্থাৎ ২০২৫ সালে হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজতজয়ন্তী উদযাপন।

২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সহ সকল বাংলাভাষী অঞ্চলে পালিত একটি বিশেষ দিবস, যা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাব এবং ১৮৮ দেশের সমর্থনের ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ কতৃর্ক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ' হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন,১৩৫৮, বৃহস্পতিবার) বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন। বুকের তাজা রক্তে প্লাবিত হয় রাজপথ। আত্মাহুতি দিতে হলো ভাষা শহীদ বরকত, সালাম,রফিক, সফিক,জাব্বার প্রমুখকে। রক্তস্নাত সেই স্মৃতিময় দিনটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিনে আপামর জনগণ শহীদদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে থাকেন। এই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মূলমন্ত্র।

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম - অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে ভাষা - বিক্ষোভ শুরু হয়।১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে।ঐ দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে আরম্ভ হয় পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণ। রক্ত রঞ্জিত দেহে ধূলায় লুটিয়ে পড়েন সালাম, বরকত, রফিক ও জাব্বার সহ অনেকে ।এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজে হোস্টেলে সমবেত হন। নানা নির্যাতন সত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা ও প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন পুনরায় রাজপথে নেমে আসেন। তাঁরা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদের স্মৃতিকে

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম - অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে ভাষা - বিক্ষোভ শুরু হয়।১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে।

অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে গড়ে তুলেন স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু তা ২৬ ফেব্রুয়ারি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় । সুতরাং তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা লাভ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস ধ্রুবতারার মত আমাদের পথপ্রদর্শক। বস্তুত দীর্ঘ আন্দোলন - সংগ্রামের পথ ধরে বাঙালি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজের কথা বলার অধিকার। বাঙালি ছাড়া আর কোনো জাতি তার নিজের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন - সংগ্রাম করে নি, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয় নি। এই কারণে বাঙালির এই মহান আত্মত্যাগকে গোটা বিশ্ব স্মরণ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালনের মাধ্যমে। হাজার বছরের ইতিহাস - ঐতিহ্যমন্ডিত বাংলা ভাষা ,সমৃদ্ধ একটি ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশের মতো লেখক সৃষ্টি হয়েছে এই ভাষাতেই। সময়ের অভিঘাতে পাল্টে যাচ্ছে সব কিছু। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে নতুন প্রজন্ম ও বাংলা ভাষার প্রতি চরম উদাসীন। তবে অন্য ভাষা শেখায় কোনো দোষ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে বলতে হয়, ' আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি,পরে ইংরেজি শেখার পত্তন।' মাতৃভাষা ভালো করে না জানলে কোনো ভাষাই দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তবে দুঃখজনক হলেও বিষয়টি সত্য যে, শুধু ফেব্রুয়ারি এলেই আমাদের ভাষা চেতনা জাগ্রত হয়। বাকি সময় উদাসীনতা আর অবহেলার। আমরা হয়তো ভুলে যাই, জাতির জীবনের শোকাবহ, গৌরবের প্রতীক ২১ ফেব্রুয়ারির কথা , ভুলে যাই যাঁরা বাংলা ভাষার জন্য অকালে জীবন দিয়েছিলেন সেই ভাষা শহীদদের কথা!

প্রথম নজর

রাজ্য অধ্যক্ষ পরিষদ গড়ল নয়া জেলা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেনের অধ্যক্ষ ড. স্বাগতা দাস মোহান্ত। গতকাল ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বিভূতিভূষণ হলে ইউনিটের দ্বাদশ সাধারণ সভায় সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সুব্রত চ্যাটার্জী। এছাড়া হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। প্রত্যেকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগামী দু'বছরের জন্য এই দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বি. কে.সি কলেজের অধ্যক্ষ ড. পাপিয়া চক্রবর্তী, নবব্যারাকপুর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুনীল কুমার বিশ্বাস ও ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যক্ষ ড. শুভ্রনীল সোম সহসভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়াও বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অরিজিৎ সাহা সহসম্পাদক নির্বাচিত হন। পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দেবপ্রিয় দে সহকোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্মেলন উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি দেব রায়চৌধুরী। তিনি অধ্যক্ষদের সম্মেলন তাঁদের কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করে সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। স্বাগতিক কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোজিৎ রায় উপস্থিত অধ্যক্ষদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। কলেজের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকেও অধ্যক্ষদের অভিনন্দন জানান হয়।

উপস্থিত ছিলেন কলেজের বারসার ড. দেবপ্রসাদ সরকার, আই. কিউ.এ.সি-র কো-অর্ডিনেটর ড. সুতপা ঘোষ দস্তিদারসহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রীরা মন্ত্রোচ্চারণ ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। প্রারম্ভিক অধিবেশনের পর বিদায়ী সম্পাদক পি.এন.দাস কলেজের অধ্যক্ষ ড. শর্মিলা দে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতভাবে সভায় গৃহীত হয়। বিদায়ী সভাপতি গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল নতুন পদাধিকারীদের শুভেচ্ছা জানান। সভায় উপস্থিত নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের রাজ্য সম্পাদক ড. শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী অধ্যক্ষদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজে পাড়ি দিয়েছে গ্রামের ২০০ পরিবারের প্রায় সিংহভাগই

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জীবন সংগ্রাম করে কোনক্রমে দু'বেলা দুই মুঠো খাবার কোন ক্রমে সংগ্রহ হয়। তবুও দেশে থেকে মেলেনা কাজ, তাই বাধ্য হয়েই পেট চালাতে পরিযায়ী তকমা নিতে হচ্ছে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দাদের। পেটের দায়ে ঘরে তালা ঝুলিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে সামান্য দিনমজুরের কাজে। অধিকাংশ পরিবারই সকলে মিলে ভিন রাজ্যেই কাজ করছেন। ছোট থেকেই জীবন সংগ্রাম শিখছে আদিবাসী গ্রামের শিশুরা। তাদের কাছে পড়াশোনা যেন বিলাসবহুল। পেটের খিদে মেটাতে বাবা মার সঙ্গে তারাও বেড রাজ্যের শ্রমিকের কাজ করছে। অনেকের বাবা-মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আত্মীয় পরিজনদের কাছে রেখে যাচ্ছেন ঠিক কিন্তু তারাও যেন জীবন সংগ্রাম করেই নিজেদের পেটের আহার রোজগার করছে। তাদের কাছেও সম্ভব হয়ে উঠছেনা পড়াশোনা। এমনই এক চিত্র ফুটে উঠেছে মালদার গাজোল ব্লকের কাজল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর ,মালপাড়া ,মাহালিপাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের। গ্রামের প্রায় ২০০ পরিবার বসবাস হলেও প্রায় দেড়শ পরিবার ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজে পাড়ি দিয়েছে। গ্রামে এখন পর্যন্ত নেই মাধ্যমিক পাস কোন ব্যক্তি। এমন কাম রয়েছে মালদায় যা শুনলে আপনি অবাক হবেন। তবে বাস্তব এমনটাই। ঘটনা গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত ফতেপুর ,মালপাড়া, এবং মাহালি পাড়ার। পাড়া মিলিয়ে প্রায় ২০০ পরিবার বসবাস করে। প্রায় দেড়শ পরিবার ভিন রাজ্যে কাজ করে। পেটের তাগিদে তাই দুবেলা দুমুঠো অন্য সংস্থানের জন্য করতে হয় দিনমজুরের কাজ। এলাকায় কাজ নেই তাই তাদের বাইরে যেতে হয়। বাইরে যেতে গেলে , ছেলে-মেয়েদেরকে কে দেখবে তাই তাদেরকেও বাইরে নিয়ে যেতে হয়। সে ক্ষেত্রে পড়াশোনা হয় না ছেলেমেয়েদের। আর এই কারণেই লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা। গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উর্মিলা রাজবংশীর বক্তব্য, দুর্ভাগ্যের হলেও বিষয়টি সত্যি। আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু আদিবাসী গ্রাম এখনো শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে। সরকার থেকে কোন কাজের সুযোগ-সুবিধা পায় না এলাকার মানুষ এলাকায় কাজ নেই। পেটের তাগিদে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকেই পাড়ি জমান ভিন রাজ্যে। তাই লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত থাকে শিশুরা। এই বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করার কাজ করছি। কিন্তু এখনো তেমনভাবে সফল হইনি। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তৃণমূল পরিচালিত গাজল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানান, প্রথমত এই বিষয়টি আমার জানা নেই তবে এলাকার আদিবাসীরা কেন ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে কিনা বিষয়টি আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখব। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের জন্য অনেক কাজ করছেন কিন্তু সেখানে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না। বিষয়টি আমি ব্লক প্রশাসনের আক্ষরিকদের নিয়ে গ্রাম পরিদর্শন করব। আর বিরোধী দল খালি সমালোচনা করতেই ব্যস্ত। গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে তারা কেন বিষয়টি নিয়ে কিছু করিনি, গাজোল ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস জানান এই বিষয়টি আমাদের নজরে নেই তবে এটার কি সত্যতা রয়েছে সেটা দেখা হবে। যদি এরকম কোন ঘটনা তাকে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বেলপুকুরে স্বনির্ভরতা সহায়তা

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বেলপুকুর অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলে সোনারতরী ওম্যান এন্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউশন সোনারতরী ওম্যান এন্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক মূলক প্রতিষ্ঠান। বেলপুকুর অঞ্চলের ট্যাংরা চোরা এবং রাঙাফলা গ্রামের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে, চল্লিশটি মডেল পুষ্টি বাগান এবং নয়টি নিবিড় চাষের মডেল তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে সোনারতরী ওম্যান এন্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউশন এর সাধারণ সম্পাদক অনাদি রঞ্জন হালদার তিনি বলেন বিগত প্রায় পনেরো বছর কাকদ্বীপ ও কুলপি সহ বিস্তিন্ন এলাকায় এই কাজ আমার করে চলেছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিঙ্গুরে ইসলামী সভা ও দোয়ার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত পায়রাউড়া ইসলামিক এডুকেশনাল মাদ্রাসায় গুণীজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দোওয়ার মজলিস। প্রতি বছর রমজান মাসের পূর্বে এই দোওয়ার মজলিস হয়ে থাকে। ২০০৪ সালে মরহুম মাওলানা লুৎফর রহমান এবং তাঁরই ছাত্র বর্তমানে মোস্তাফাপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওঃ মহঃ ওবাইদুর রহমান গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শিক্ষার বিভিন্ন ধারা এখানে অনুসৃত হয়। মক্তব, হিফজ, খারিজী বিভাগ সহ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার অনুমোদিত সিনিয়র বিভাগ এম এস কে বিভাগ পরিচালিত হয়। একই ছাদের নীচে সব বিভাগ থাকায় কুরআনের হাফেজ ছাত্ররা আলিম ফাজিল পাশ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এখান থেকেই পাশ করে একজন হাফেজ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এই দোওয়ার মজলিসে বক্তব্য রাখেন মাওলানা বদরুদ্দীন কাসেমী, অল বেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা আবু আফজাল জিন্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

আমেরিকান সেন্টারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নজরকাড়া সাফল্য

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের আবহে আমেরিকান সেন্টারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নজর কাড়া সাফল্য নজির সৃষ্টি করেছে। অনেকের মতে 'মাদ্রাসা মানেই ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন' কেউ মনে করেন 'মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি তৈরি হয় ?' আর এই বদ্ধ ধারণা থেকে মুক্তি দিচ্ছে স্বয়ং মাদ্রাসার ছাত্রীরাই। 'বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং 'আমেরিকান সেন্টারে'র সহযোগিতায় 'মেয়েদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠান দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে সম্পূর্ণ ইংরেজিতে দলবদ্ধভাবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রদর্শনীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে দুই মাদ্রাসার ছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের শিক্ষার্থীরা কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে ওই অনুষ্ঠানে মডেল প্রদর্শন করে নজর কাড়ে।

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল অন সায়েন্স টেকনোলজি কর্তৃক আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় ৮টি স্কুল এবং ৪টি মাদ্রাসার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাতিয়াড়া গার্লস প্রথম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আখড়া গার্লস মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কার্যত মাদ্রাসার মেয়েরা স্কুলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। আমেরিকান সেন্টারে এলডিআর (লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেসিস্টর) ব্যবহার করে 'স্বয়ংক্রিয় স্ট্রিটলাইট সিস্টেম' প্রকল্পে তাদের কর্মক্ষমতা উপস্থাপন করে ওই সাফল্য এনেছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে আনন্দিত মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের শিক্ষার্থীদের এই অনুষ্ঠানে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ।' মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কথায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকান সেন্টারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করছেন পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুউদ্দিন, উপ-সচিব আজিজার রহমানরা। বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা বোর্ড নিয়ে অনেক সমালোচনা শোনা গেলেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এমন সাফল্যে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাদ্রাসা বোর্ডের গৌরব বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন অনেকেই। পর্ষদ সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দীন বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজ শিক্ষার্থীদের সাফল্যে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ গর্বিত। শিক্ষার্থীদের উত্তরণে আমাদের প্রচেষ্টা জারি থাকবে। মাদ্রাসা নিয়ে নেতিবাচক বিবৃতির মাঝে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এমন সাফল্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।'

কবর থেকে ছাত্রীর দেহ তুলে তদন্ত শুরু ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙ্গড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ছয়দিন পর কবর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভাঙ্গড়ের উত্তর কাশিপুর থানার চণ্ডিহাট এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সোর্স মারফত জানা যায়,এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রেম দিবসের দিন নিজ ঘরে আত্মঘাতী হয় ঐ নাবালিকা, যার দেহ ৬ দিন পর কবর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই অনুপস্থিত ছিল পরীক্ষার্থী।

সহপাঠীরা বিষয়টি স্কুলে জানানোর পরই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।এই আত্মহত্যার পর পুলিশকে না জানিয়ে রাতের মধ্যেই কবর দিয়ে দেয় পরিবার।

পুলিশের নিয়ম মেনে কবর থেকে দেহ উদ্ধার করতে ছয়দিন লেগে যায়। মৃতের পরিবারের দাবি, মেয়েটির সঙ্গে কোনো পারিবারিক অশান্তি হয়নি।তাহলে কেন আত্মহত্যা? এই প্রশ্ন ঘিরে তদন্ত চালাচ্ছে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ।প্রেম দিবসের দিন আত্মঘাতী হওয়া,পরীক্ষার মাঝপথে পরীক্ষার্থীকে হারিয়ে ফেলা—এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও পরিবারের বয়ান অনুযায়ী পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে বলে জানা গেছে।

পরিবেশবিদ মাবুদ আলিকে সম্মাননা

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ডের সবুজ সৈনিক সেখ মাবুদ আলী-কে আন্তর্জাতিক 'হেমপ্রভা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা - ২০২৪' প্রদান করল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক পরিষদ। সমাজসেবা বিভাগে এই বিশেষ সম্মাননায় তাঁকে মানপত্র, স্মারক এবং সাম্মানিক প্রদান করা হয়।

সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২০,০০০-এরও বেশি গাছ রোপণ করে। সম্মাননা গ্রহণ করে সেখ মাবুদ আলী বলেন, "এই পুরস্কার শুধু আমার একার নয়, সবার। পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, এবং আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আরও অনেকে এই কাজে এগিয়ে আসবেন।"

মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শেষ হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। ২২ ফেব্রুয়ারী, শনিবার ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা আছে।তবে সেই পরীক্ষা সব পরীক্ষার্থীর নেই। এদিন আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা যায়।শুরু হয় ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা যখন পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, তখন বাইরে তাদের অভিভাবক অভিভাবিকারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়। এদিন পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থীরা আনন্দ করতে করতে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বার হয়।একে তো জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা তার ওপর পরীক্ষা শেষ, দীর্ঘদিনের একটা চাপ কমে যাওয়ার ফলে যেন বোঝা কমে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে পরীক্ষার্থীদের হাসি মুখের ঝিলিক দেখা যায়।বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় অনেককেই।

শিশুশ্রম বন্ধে বড় ভূমিকা নিল জেলা প্রশাসন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় শিশুশ্রম বন্ধ করতে বড়ো ভূমিকা প্রশাসনের। মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখতেই নামকরণ হয় শিশুকাল। ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে বাল্যকালে পরিণত হয়,তারপর থেকেই সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতি নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা আরো কত কিনা দায়িত্ব নিতে হয় ছোট্ট নাবালক বয়সে। কিন্তু সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ছোট ছোট শিশুদের ভূত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ঠেলে দেয় কর্মসংস্থানের দিকে।শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চোখ ঘুরালেই দেখা যায় বিভিন্ন দোকানগুলিতে ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে দোকানের মালিকরা। কেউ করছে পেটের টানে,কাউকে করতে হচ্ছে পরিবারের চাপে। কিন্তু এই বয়সে কি শিশুশ্রম সাজে, কে ভাবে কার ভবিষ্যতের কথা। ছোট্ট বয়সে স্কুলে না পাঠিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক রক্তি শিশুদের। শিশুদের প্রতি এই ধরনের মানসিক নির্যাতন নিয়ে কেন চুপ করে বসে থাকবে সমাজ, এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

নদিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং চাইল্ড হেলপ্লাইন ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে কৃষ্ণনগর শহরের আনাচে-কানাচে শুরু হয় বিশেষ অভিযান। যে সমস্ত দোকানগুলিতে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে সেই সমস্ত দোকান থেকে প্রত্যেক শিশুকে উদ্ধার করা হয়, এবং পুলিশের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় দোকান মালিকদের।একাধিক শিশুকে উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয় নদিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে।

জানা গেছে উদ্ধার হওয়া শিশু গুলির পরিবারের সাথে দেখা করবেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। কৃষ্ণনগর জয়েন্ট লেবার কমিশনার সৌম্য নীল সরকারের হুঁশিয়ারি, এখন থেকে শিশুশ্রম যদি বন্ধ না হয়, তাহলে প্রমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে বর্ধমানে সৌরভ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসে পৌঁছালেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, যিনি "প্রিন্স অফ ক্যালকাটা" নামে পরিচিত। প্রথমে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়াম হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শঙ্কর কুমার নাথ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সৌরভ গাঙ্গুলী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সঞ্চালিকা তুলিকা তার জীবনের বিভিন্ন দিক, পারিবারিক জীবন এবং সাফল্যের যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন করেন। সৌরভ জানান, তার সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না। মায়ের শাসন এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। তিনি বলেন, "হার্ড পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নেই, আর পরিশ্রম করলে ভাগ্যের সহায়তাও মেলে।" তিনি আরও বলেন, "কোনো কাজ ভালবেসে করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীকে তার একটি বিশেষ ছবি উপহার হিসেবে দেওয়া হয় এবং তাকে সংবর্ধিত করা হয়।

হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিল আরও দুই অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মধ্য শিক্ষা পর্ষদের রাজনগর মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার সেক্রেটারি তথা রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৌশিক দত্ত বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে জানান রাজনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌ মন্ডল এবং লাউজোড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মল্লিকা দাস আজ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম মেনেই অসুস্থ এই দুই ছাত্রীর রাজনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। উল্লেখ্য গতকালও রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্রী প্রীতি মন্ডলও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং রাজনগর হাসপাতালেই বসে পরীক্ষা দিয়েছিল।

আজকেও সে অন্য দুই অসুস্থ পরীক্ষারর্থীর সাথে হাসপাতালেই পরীক্ষা দিল। আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানায় অসুস্থ এইসব ছাত্রীরা।

কাকদ্বীপের স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিল ইডি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: এবার কাকদ্বীপের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানা।দীর্ঘ ৯ ঘন্টা তল্লাশির পর ইডি আধিকারিকরা কাকদ্বীপের স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রয়াত দিলীপ সাউ এর বাড়ি থেকে কিছু নথিপত্র নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে চলে যান।এ ব্যাপারে দিলীপবাবুর শ্যালক অনিমেষ আইচ বলেন, তাঁর ভাগ্নির এমবিবিএস এর কোনো ব্যাপারে ইডি এখানে আসেননি। তাঁরা তাঁর মূলত সরকারি কাজের টেন্ডারের কিছু বিষয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন।এসে তাঁরা ব্যাংকের কাগজপত্র সহ একাধিক কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং জেরক্স কিছু নিয়ে যান।আর এদিনের এই ই ডি হানাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

আদিবাসী গ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই হল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগরের বারোমেশিয়া গ্রামে বুধবার দুপুরে আগুনে ভস্মীভূত হল একটি বাড়ি। বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ধরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আগুনে ভস্মীভূত বাড়ির পরিবারের দাবি। রাজনগর থানার অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত বারোমেশিয়া গ্রামের রুপতন মারান্ডির বাড়িতে হঠাৎই আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা পুরো বাড়িটা গ্রাস করে নেয়। বাড়ির ভেতরে থাকা ধান সহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ মোশান সহ রাজনগর থানার পুলিশ।

মাইনাস ১৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটবল, মেসিদের জন্য মায়া হচ্ছে মাচেরানোর

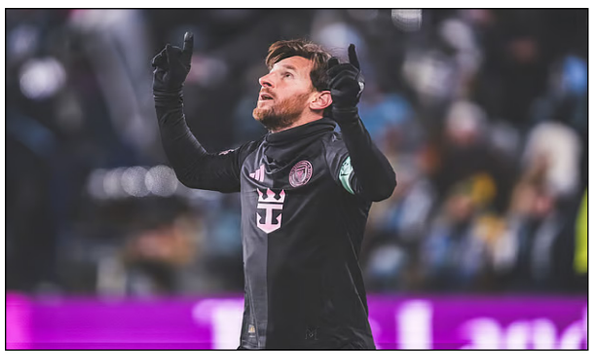

আপনজন ডেস্ক: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাইনাস ১৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটবল খেলাটা কল্পনার চেয়েও বোধহয় বেশি কঠিন। এমন বিরূপ পরিবেশে লিওনেল মেসিদের খেলা নিয়ে কদিন ধরে কথা হয়েছে অনেক। এমনকি ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি উচ্চতার তুষারপাতের আশঙ্কায় ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ২৪ ঘণ্টা।
তবু লাভ হয়নি খুব একটা। লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি আজ কানসাসের চিলড্রেনস মার্কি পার্কে যখন খেলতে নামে, তখন তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা একপর্যায়ে ১৭-এও নেমে আসে। তবে এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের ম্যাচে স্পোর্টিং কেসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। মেসির গোলে ম্যান জেতার পর এমন আবহাওয়ায় ফুটবল খেলাকে 'অমানবিক' বলে মন্তব্য করেছেন মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য কানসাসে ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং কেসির ম্যাচের শুরুতে অনুভূত তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর ম্যাচের মধ্যে এই তাপমাত্রা নেমে আসে মাইনাস ১৯ ডিগ্রিতে, অনুভূত তাপমাত্রা মাইনাস ২২-এ। ম্যাচের পর স্বাভাবিকভাবেই এমন ঠান্ডার মধ্যে খেলা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে মায়ামি কোচকে। তাপমাত্রা ফুটবলের জন্য কতটা প্রতিকূল ছিল, বোঝাতে গিয়ে মাচেরানো বলেন, 'আমি খুবই গর্বিত। কারণ, এ ধরনের পরিবেশে খেলা আসলে অসম্ভব। এটা অমানবিক। আমরা এখন কোয়ালিফায়ারের (শেষ ষোলোয় উত্তীর্ণ হওয়ার) অর্ধেক পথ পেরিয়েছি। কঠিন এই ম্যাচটির পর আমরা এখন বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করব।' এত কম তাপমাত্রায় মেসি আগে কখনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেননি। প্রথমবার খেলতে নেমে আর্জেন্টাইন তারকা যে গোলও করেছেন, তাতে অবশ্য অবাক নন মাচেরানো, 'অসাধারণ গোল। আমার মনে হয়, সম্ভবত যারা তাকে চেনে, তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক। কারণ, এরকম কিছু বা এ ধরনের গোল সে হাজারবার দিয়েছে।

শুভমন গিলের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশকে হারাল ভারত

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ তোলে ২২৮ রানের পুঁজি। ২১ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জয়লাভ করে টিম ইন্ডিয়া। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। শুরুতে দ্রুত উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় টাইগাররা। মাত্র ৩৫ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। শুরুর ৪ ব্যাটারের মধ্যে কেবল তানজিদ হাসান তামিম ছুঁয়েছেন দুই অঙ্কের কোটা। ২৫ বলে ২৫ রান করেন তানজিদ। ৩৫ রানে ৫ উইকেট পতনের পর সেই বিশাল চাপের সময়ে দলকে উদ্ধারের অভিযানে নামেন তাওহিদ হৃদয় এবং জাকের আলী অনিক। ফিফটি হাঁকানো জাকের থেমেছেন ১১১ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে। বিরাট কোহলির ক্যাচ বানিয়ে তাকে ফিরিয়েছেন শামি। ৬ষ্ঠ উইকেটে হৃদয় এবং জাকের মিলে যোগ করেন ১৫৪ রান। ৬ষ্ঠ উইকেটে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জুটির রেকর্ড এটি। হৃদয়ের অসাধারণ সেঞ্চুরিতে ২৫০ রান ছোঁয়ার দিকেই এগোচ্ছিল বাংলাদেশ। তবে সেই আশা আর পূরণ হয়নি। একদম শেষ ওভারে ১১৮ বলে ১০০ রান করে আউট হন হৃদয়। ৪৯.৪ ওভার শেষে ২২৮ রান তুলে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। ভারতের হয়ে ৫ উইকেট শিকার করেন মোহাম্মদ শামি। জবাব দিতে নেমে দুই ওপেনার রোহিত শর্মা এবং শুবমান গিলের ব্যাটে চড়ে ভালো শুরু পায় ভারত। দুজনই ব্যাট চালিয়েছেন আগ্রাসী মেজাজে। ৩৬ বলে ৪১ রান করে বিদায় নেন রোহিত। তাকে ফেরান তাসকিন আহমেদ।
তিনে নামা বিরাট কোহলি সেরা ছন্দে ছিলেন না। ৩৮ বলে ২২ রান করে রিশাদ হোসেনের বলে আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান কোহলি।গিল টিকে ছিলেন। চারে নেমে সুবিধা করতে পারেননি শ্রেয়াস আইয়ার। লোকেশ রাহুলকে সাথে নিয়ে এগোতে থাকেন গিল। দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে ছুঁয়ে ফেলেন সেঞ্চুরিও। দল তখন জয়ের একদম দ্বারপ্রান্তে।
শেষ মেশ দলকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন গিল এবং রাহুল। ছক্কা হাঁকিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন রাহুল। ২১ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জয়লাভ করে ভারত। ৪৭ বলে ৪১ রান করে টিকে ছিলেন রাহুল। ১২৯ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত ছিলেন গিল।

ওয়ানডেতে ২০০ উইকেট প্রাপ্ত দ্রুততম ভারতীয় বোলার শামি

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে দ্রুততম ভারতীয় বোলার হিসেবে ২০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন তারকা পেসার মহম্মদ শামি। দীর্ঘ চোট বিরতির পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে শামি তার ১০৪ তম ম্যাচে মাইলফলক স্পর্শ করতে তিন উইকেট নিয়েছিলেন এবং ১৩৩ ম্যাচে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য ভারতের প্রাক্তন পেসার অজিত আগরকরের রেকর্ডটি আরও ভাল। **শামির** প্রথম ওভারের শেষ বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলেন বাংলাদেশের ওপেনার সৌম্য সরকার। আরও একটি আইসিসি টুর্নামেন্টে উইকেট পেলেন মোহাম্মদ শামি। পরে জাকের আলীকে ক্যাচ বানিয়ে গড়লেন ওয়ানডেতে দ্রুততম ২০০ উইকেটের কীর্তিও। মাইলফলকের এসব উইকেটের উদ্‌যাপনে হয়তো দীর্ঘ এক পুনর্বাসনের স্মৃতিও মনে পড়েছে শামির।
২০২৩ সালের শেষ দিকে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। শামি এরপর যে চোটে পড়লেন, সেরে উঠতে উঠতে কেটে গেছে ১৪ মাস। দীর্ঘ এই যাত্রায় যন্ত্রণা, অপেক্ষা যেমন ছিল, ছিল শঙ্কাও। তা কেমন শঙ্কা? চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে আইসিসি টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শামি জানিয়েছেন, তাঁর নাকি মনে হচ্ছিল, আদৌ কখনো হাঁটতে পারবেন কি না! 'মনে হতো বাচ্চাদের মতো নতুন হাঁটতে শিখছি। সব সময় ভাবতাম, কখন পা মাটিতে রাখতে পারব। যে মাঠে নিয়মিত দৌড়ে বেড়াত, তাকে কিনা হাঁটতে হচ্ছে ক্রাচে ভর করে!'
গোড়ালির চোটে পড়ার পর ২০২৪ সালের মার্চে অস্ত্রোপচার হয় শামির। এরপর হাঁটুতেও সমস্যা দেখা দেয়, নতুন করে আটকে যায় ক্রিকেটে ফেরা। এরপর বাংলার হয়ে ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করে ফিরে আসেন জাতীয় দলেও। ইংল্যান্ড সিরিজে ভালো করার পর এসেছেন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। অথচ ইনজুরির শুরুর দিনগুলোতে শামি চিকিৎসকের কাছে যখন জানতে চাইতেন কবে ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন, তখন উত্তর ছিল এমন, 'আমার কাছে অগ্রাধিকার হচ্ছে তোমাকে হাঁটানো, এরপর ব্যায়াম, তারপর দৌড়। সবকিছুর পর খেলার কথা ভাবতে পারো, যেটা এখনো অনেক দূরে।'
চিকিৎসকের কথাগুলো আওড়ে শামি বলতে থাকেন, 'মাথায় তখন অনেক কিছুই খেলে যেত। আমি কি ক্রিকেটে আবার ফিরতে পারব? খোঁড়ানো ছাড়া কি হাঁটতে পারব? প্রথম দুই মাস কেবল ভাবতাম, আর খেলায় ফিরতে পারব কি না। ১৪ মাসের এমন একটা ইনজুরি যে কাউকে শেষ করে দিতে পারে।'
লম্বা ওই পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন শামি। ইনজুরিতে যশপ্রীত বুমরা ছিটকে যাওয়ার পর এখন ভারতের পেস বোলিংয়ে নেতৃত্বের ভারও তাঁর কাঁধে। এই স্বপ্নই নাকি সব যন্ত্রণা সহ্য করতে সাহায্য করেছিল শামিকে, 'দুই মাস পর যখন তারা আমাকে মাটিতে পা রাখতে বলল, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার এত ভয় করছিল! ভারতের জার্সিটা গায়ে তোলার তীব্র ইচ্ছা আমাকে এগিয়ে নিয়েছে। কোনো তিক্ততা বা অভিযোগ ছাড়াই সব ব্যথা আমি সহ্য করেছি। এটা কঠিন, ব্যথাও অনেক ছিল কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে আমি তা পার করেছি।'
এদিন ভারতের বিরুদ্ধে দুবাইতে ৪৯.৪ ওভার অবধি খেলতে পেরেছে বাংলাদেশ। ২২৮ রান তুলে অলআউট হয় টাইগাররা। নেপথ্যে সামির ফাইফার। হর্ষিত রানার ৩ উইকেট এবং অক্ষর প্যাটেলের ২টি উইকেট।
ওডিআইতে মহম্মদ সামির নামে এতদিন ছিল ১৯৭টি উইকেট। ফলে ২০০-র গণ্ডি টপকে যান তিনি। ৩৪ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন উইকেট নেওয়ার পরই মাইলফলকে পৌঁছে যান।
ফলেএকদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ২০০ উইকেট শিকারের নজির গড়লেন মহম্মদ শামি।
২০০টি ওডিআই উইকেটের মালিক হয়েই থেমে যাননি সামি। মোট ৫টি উইকেট নিয়ে তিনি থামেন। ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফাইফারের রেকর্ড গড়লেন সামি।

রোনাল্ডোর পর্যায়ে যাওয়ার সামর্থ্য আছে এমবাপ্পের, বললেন আনচেলত্তি

আপনজন ডেস্ক: এমন একটি মুহূর্তের জন্য নিশ্চয়ই অনেক বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। শৈশবে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পোস্টারে ঠাসা ঘরটায় বসেও হয়তো অসংখ্যবার দেখেছেন এই স্বপ্ন–মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছেন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে উপস্থিত দর্শক। এমবাপ্পে এমন স্বপ্ন দেখুন বা না দেখুন সত্যি কথা হচ্ছে গতকাল রাতে এমন এক স্বপ্নময় মুহূর্তে ভ্রমণ করেছেন এমবাপ্পে। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে হ্যাটট্রিক করে মাঠ ছাড়ার সময় এমবাপ্পেকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়েছেন রিয়াল সমর্থকেরা। সম্মাননা পাওয়ার ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে কয়েক মাস ধরে তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া সব সংশয় ও অনিশ্চয়তাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন এমবাপ্পে। এমনকি ম্যাচ শেষে এই ফরাসি তারকার 'রোনাল্ডোর পর্যায়ে পৌঁছানোর সামর্থ্য আছে' বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।
নানা নাটকীয়তার পর চলতি মৌসুমে পিএসজি থেকে রিয়ালে যোগ দিয়েছেন এমবাপ্পে। শুরুতে থিতু হতে একটু সময় নিলেও এখন রীতিমতো উড়ছেন এই ফরোয়ার্ড। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৮ গোল করেছেন এমবাপ্পে। যেখানে সর্বশেষ সংযোজন গতকাল রাতের হ্যাটট্রিক। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা দেখার কথা বলেছেন আনচেলত্তি, 'তার রোনাল্ডোর পর্যায়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্য রয়েছে। এ জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, রোনাল্ডো মানদণ্ডটা অনেক ওপরে রেখেছে। আর এমবাপ্পে এই ক্লাবের হয়ে মাত্রই শুরু করেছে।'
কেন এমবাপ্পে রোনাল্ডোকে ছুঁতে পারেন, সেটা ব্যাখ্যা করে আনচেলত্তি আরও যোগ করেন, 'সে যে মানের ফুটবল খেলে এবং এখানে খেলার ব্যাপারে তার যে আগ্রহ, সে চাইলে রোনাল্ডোর পর্যায়ে যেতে পারবে। যদিও কাজটা তার জন্য মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকে পরিশ্রম করতে হবে।' আনচেলত্তির প্রত্যাশার সুর ম্যাচ শেষে এমবাপ্পের কণ্ঠেও শোনা গেছে, 'আমার জন্য মানিয়ে নেওয়ার সময় শেষ। এখন আমাকে নিজের সামর্থ্য দেখাতে হবে। আমি এখানে ভালো খেলতে চাই।

টানা পাঁচ ম্যাচে হার মহামেডানের

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জামশেদপুর এফসি ২-০ গোলে মহামেডান এসসিকে পরাজিত করেছে।
পুরো ম্যাচে মহামেডান এসসির অন টার্গেট শট ছিল মাত্র দুটি। অন্যদিকে জামশেদপুর আটটি শট নেয়। জামশেদপুর এফসি এই জয়ের ফলে ২১ টি ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবলে তৃতীয় স্থানে আছে।
দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি গোয়ার (৩৯) চেয়ে ২ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে তারা। যদিও গোয়ানরা একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের চাপ বাড়াচ্ছিল জামশেদপুর এফসি। খেলা শুরুর দ্বিতীয় মিনিটেই গোলের সুযোগ পেয়ে যায় জামশেদপুর, যদিও আক্রমণটি পূর্ণতা পায়নি। তবে, মহামেডান এসসির জালে বল জড়াতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ম্যান অব স্টিলদের। ষষ্ঠ মিনিটে ভাল ফিনিশিং টাচের মাধ্যমে মহামেডানের জালে বল জড়ান ঋত্বিক। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে সুযোগ পেলেও পদম ছেত্রীর সৌজন্যতায় গোলের ব্যবধান বাড়াতে পারেনি জামশেদপুর। যদিও আক্রমণাত্মক ভাগে চাপ বাড়তে থাকা তারা। অবশেষে ৮২ মিনিটে ইমরান কানের বাড়ানো বলে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান বাড়ান নিখিল বার্লা।

ফিলিপসের ক্যাচের মতো পাকিস্তানকে 'ধরে ফেলল' নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: দুই সেঞ্চুরিয়ান উইল ইয়াং ও টম লাথামের সঙ্গে ঝোড়ো ফিফটিতে পাকিস্তানের উপর রানের বোঝা চাপান গ্লেন ফিলিপস। ৩২১ রান তাড়ার চাপে যখন পিষ্ট পাকিস্তান ঠিক তখনই আবার ফিল্ডিংয়ে কী অবিশ্বাস্য ক্যাচই না ধরলেন ফিলিপস। পয়েন্ট মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাচ বাঁদিকে লাফিয়ে এক হাতে ধরে ফেলেন ফিলিপস। যেন প্রতীকীভাবে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিলেন ম্যাচকেও ধরতে যাচ্ছি এভাবেই।
ম্যাচ শেষেও সেটাই দেখা গেছে। পাকিস্তানের অধিনায়ক যেমন ফিলিপসের হাতে ধরা পড়েছে তেমনি স্বাগতিক দল নিউজিল্যান্ডের 'জালে' ধরা পড়েছে। ঘরের মাঠ করাচিতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় নিয়ে শুরু করতে নেমে ৬০ রানের পরাজয় দেখেছে পাকিস্তান। ৩২১ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে পাকিস্তান। দলীয় ২২ রানে ২ উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। সেখান থেকে ফখর জামানের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৪৭ রানের জুটি গড়ে শুরুর ধাক্কা সামলান অনেক দিন ধরে ফর্মহীন বাবর আজম। তবে ২৪ রানে ফখর আউট হওয়ার পর একে একে অন্য সতীর্থরাও আসা-যাওয়ার মিছিলে থাকলে পরাজয় অনেকটাই নিশ্চিত হতে থাকে।
বাবর অবশ্য একপ্রান্ত আগলে রেখে তিন ম্যাচ পর ফিফটি তুলে নেন। তবে তা খুবই ধীরগতির। ১ ছক্কা ও ৬ চারে ৯০ বলে খেলেন ৬৪ রানের ইনিংস। উইলিয়াম ও'রুকির বলে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আউট হলে বড় ব্যবধানের পরাজয় দেখার শঙ্কায় ছিল টুর্নামেন্টের মূল আয়োজকরা। শেষে অবশ্য রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা খুশদিল শাহ ব্যবধান কিছুটা কমান। ১০ চার ও ১ ছক্কায় ৬৯ রানের ইনিংস খেলেন এই অলরাউন্ডার।
তাতে সব উইকেট হারিয়ে ২৬০ রান করতে পারে পাকিস্তান। ৬০ রানের হারে একটা প্রতিশোধও নেওয়া হলো না পাকিস্তানের। সেই প্রতিশোধ হচ্ছে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছেই শিরোপা হারানো। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন ও'রুকি ও কিউই অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার।
এর আগে করাচিতে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩২০ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায় নিউজিল্যান্ড। দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেওয়ার পথে জোড়া সেঞ্চুরি তুলে নেন ইয়াং ও লাথাম। ইয়াংয়ের ১০৭ রানের বিপরীতে ১১৮ রান করেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার লাথাম। আর শেষ দিকে ৩৯ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ফিলিপস।

টানা ১১ ওয়ানডেতে টস হেরে ভারতের রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: টসের কয়েনটা মাটিতে পড়ার পর রোহিত শর্মা কী আর ফলের জন্য অপেক্ষা করেন? না করলেও তো হয়। ভারতের অধিনায়ক রোহিতের টসের ফল তো জানাই। প্রশ্ন করতে পারেন, টসের ফল রোহিত আগে থেকে কীভাবে জানেন? ভারতের এই দলটা যে আসলে টস জিততেই জানে না!
আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের টস হারটি ওয়ানডেতে তাদের টানা ১১তম। যা ওয়ানডে ক্রিকেটে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। ভারতের সঙ্গে রেকর্ডটিতে যৌথ মালিকানা নেদারল্যান্ডসের।
টস-ভাগ্য যে ভারতের অধিনায়কদের মধ্যে যে শুধু রোহিতেরই খারাপ, তা নয়। লোকেশ রাহুলও এর মধ্যে তিনটি ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রোহিতের অবর্তমানে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছেন রাহুল। বাকি ৮টিতে নেতৃত্ব দেন রোহিত।
ভারতের টস হারার এই চক্র শুরু হয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ফাইনালে ভারত হেরেছিল ৬ উইকেটে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে ভারত। আর এই চক্রের সর্বশেষ ম্যাচ আজ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে।

ব্লসম এ্যাকাডেমিতে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদযাপন

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী
আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের পশ্চিম ফতেপুরে অবস্থিত Blossom Academy (Mission)-এ ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বুধবার ও বৃহস্পতিবার, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। প্রতিযোগিতার নানা মনোমুগ্ধকর পর্বে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, যা এক প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, হাঁড়ি ভাঙা, আলু দৌড়, চামচ দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ারসহ একাধিক আকর্ষণীয় ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া দক্ষতা যাচাইয়ের পাশাপাশি তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও আয়োজক কমিটি জানিয়েছেন, এ ধরনের ক্রীড়া উৎসব শুধু শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায় না, বরং দলগত সংহতি ও নেতৃত্বদানের মানসিকতাও গড়ে তোলে। অভিভাবকরাও সন্তানের পারফরম্যান্স দেখতে উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করেন।

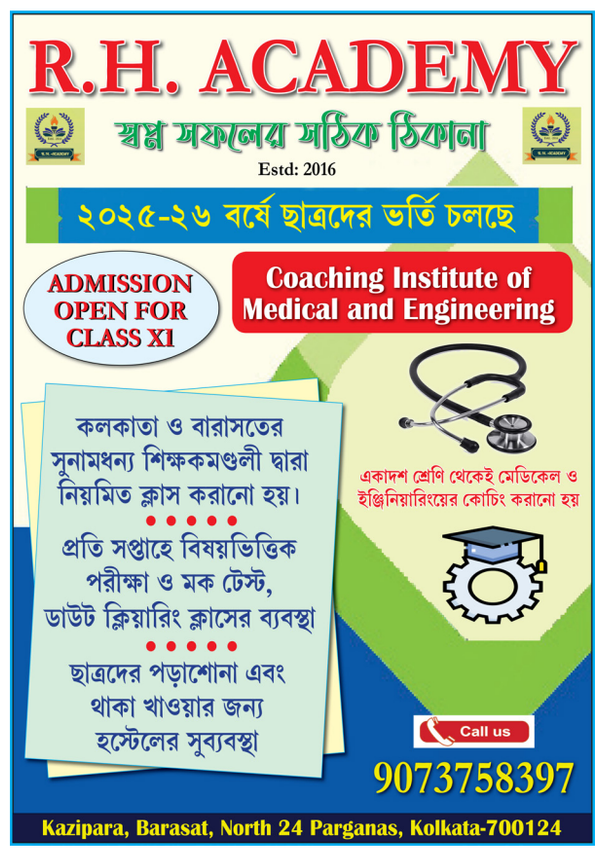

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**